কালের কণ্ঠ

তারিখ ..07 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

শুরুতেই শেষ প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ভর্তি বাণিজ্য!

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ

বেশি টাকায় কম স্কোরের শিক্ষার্থীদের ভর্তির অভিযোগ

তৌফিক মারুফ ▷

নুসরাত জাহানের প্রাপ্ত টেস্ট স্কোর ৬৩.৭৫। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেলেও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য যথেষ্ট স্কোর রয়েছে তার। কিন্তু 'দুই বাধায়' অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন। প্রথমত পর্যাপ্ত অর্থ নেই, দ্বিতীয়ত মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত আসন নেই। নুসরাতের স্কুল শিক্ষক বাবা মেয়েকে তুলনামূলক কম টাকায় ভর্তি করা যায়, এমন পর্যায়ের ঢাকার একাধিক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করেছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই। সরকারের বেঁধে দেওয়া দুই মাস সময় হাতে পেয়ে এরই মধ্যে ধারদেনা করে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। ভর্তি শুরুর প্রথম দিনই ফরম সংগ্রহ করা কলেজ দুটি থেকে ফোন করে নুসরাতকে ডাকা হয় ভর্তির জন্য। টাকার অভাবে সেদিন যেতে না পারলেও মাত্র দুই দিনের মাথায় যোগাযোগ করা হলে ওই দুই কলেজ থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় আসন খালি নেই, ভর্তি শেষ।

নুসরাতের স্বজনরা জানায়, কলেজগুলোতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, আগে যারা টাকা দিতে পেরেছে তাদেরকেই ভর্তি করে ফেলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নুসরাতের চেয়ে কম স্কোরধারী অনেকেও ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

সোলায়মান নামের আরেক ছাত্রের টেস্ট স্কোর ৬২। তার ভর্তি নিয়েও একই সমস্যায় পড়েছেন অভিভাবকরা। হাতে সময় থাকতেও তার ভর্তিতে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।

সোলায়মানের স্বজন আমিরুল ইসলাম বলেন, 'তিনটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফরম কেনা হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি কলেজে ভর্তির জন্য ১২ লাখ টাকা করে এবং আরেকটিতে ভর্তির জন্য সাড়ে ১৫ লাখ টাকা চাওয়া হয়। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছিলাম সাত-আট লাখ টাকার মধ্যে ভর্তির ব্যবস্থা করতে। কিন্তু দুই দিন পরেই খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তিনটি কলেজেই ভর্তি শেষ হয়ে গেছে, আসন খালি নেই।'

ক্ষুব্ধ হয়ে আমিরুল বলেন, 'এটাকে তো রীতিমতো বাণিজ্য বলা যায়। মেডিক্যাল কলেজগুলো বেশি টাকা নিয়ে কম স্কোরের শিক্ষার্থীদের আগেভাগেই ভর্তি করে ফেলল। সরকারের উচিত বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করা। কারণ এটা গুরুতর অনিয়ম।'

নুসরাত ও সোলায়মান ছাড়াও আরো অনেক শিক্ষার্থী মেধা ও যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারছে না বলে অভিযোগ করেছে। তারা বলছে, পর্যাপ্ত সময় ও টাকার অভাবে তারা ভর্তি হতে পারেনি। মেডিক্যাল কলেজগুলো বেশি টাকায় অপেক্ষাকৃত কম স্কোর পাওয়া শিক্ষার্থীদের আগেভাগেই

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

শুরুতেই শেষ প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ভর্তি করে ফেলায় যোগ্যরা বিপাকে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বছর দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের কোটা পূরণ করতে পারেনি শিক্ষার্থীর অভাবে। অন্য কলেজগুলোতেও শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হয়েছে অনেক চেষ্টা-তদবির করে। দুই মাস ধরে দিনের পর দিন সংবাদমাধ্যমে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়েও তেমন সুফল মেলেনি। সব মিলিয়ে বেশির ভাগ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজেই ৩০-৪০ শতাংশ আসন খালি পড়ে ছিল। সেবার সরকার নির্ধারিত ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকার ভর্তি ফির বদলে মাত্র এক থেকে দুই লাখ টাকায়ও ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল অনেকে। কিন্তু এবার চিত্র একেবারেই পাল্টে গেছে। এবারও দুই মাস ধরে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হলেও শুরুর দুই-তিন দিনের মধ্যেই বেশির ভাগ আসন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। গত বছর যেসব কলেজে এক-দুই লাখ টাকায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল এবার সেসব কলেজেও আদায় করা হয়েছে জনপ্রতি ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকা। অনেক ক্ষেত্রে আসন না থাকার কথা বলে আরো বেশি টাকা আদায়েরও খবর পাওয়া গেছে। এ হিসাবে মাত্র পাঁচ দিনেই দেশের ৬৫টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির নামে শেষ হয়ে গেছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ভর্তি বাণিজ্য। অন্যদিকে আসন না থাকায় যোগ্য অনেক শিক্ষার্থীও ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, এবার গত বছরের মতো ভর্তি নিয়ে মন্দা অবস্থায় পড়েনি কলেজগুলো। গত বছর অর্ধেকের বেশি আসনই খালি ছিল। তবে গত বছর যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়নি এবার তাদের মধ্যে যারা আবারও ফিরে আসতে পেরেছে তারাই আগেভাগে ভর্তি হয়ে গেছে। বলা যায়, এবার বেশির ভাগ ভর্তি হয়েছে পুরনোরা, নতুনরা সুযোগ পেয়েছে কম। তা ছাড়া যারা দেরি করেছে তারাই বাদ পড়েছে। তিনি আরো বলেন, সরকারের নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে ৩১ অক্টোবর থেকেই ভর্তি শুরু হয়। কলেজগুলো নিজস্ব মেরিট লিস্ট ঝুলিয়ে দেয়, ওয়েটিং লিস্ট করে। এতে ভর্তির জন্য পাঁচ-সাত দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা ভর্তি শুরুর পর প্রথম দুই-এক দিনের মধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসন পূরণ হয়ে গেছে। গত বছরের চেয়ে এবার ভর্তি পরীক্ষায় বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া আগ্রহী ভর্তীচ্ছুদের আগে থেকেই জানা ছিল এবার সরকার নির্ধারিত ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকাসহ ভর্তি বাবদ ১৫ লাখ টাকা লাগবে। তাই সবারই আগে থেকে প্রস্তুতি থাকার কথা।

যোগ্যদের বাদ দিয়ে কম স্কোরের অনেক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে—এমন অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ভর্তীচ্ছু একজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে চার-পাঁচটি কলেজের ভর্তি ফরম নেয়। কোনো কলেজ যোগাযোগ করে ওই শিক্ষার্থীর সাড়া না পেলে ধরেই নেয় সে অন্য কোনো কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ ওই শিক্ষার্থীর পরে যার স্কোর আছে, তাকেই ভর্তি করে নেয়।

হলি ফ্যামেলি রেডক্রিসেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অন্যরা কে কী করেছে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমার কলেজে এখানো ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। আমরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত মেধাবীদেরই ভর্তি করছি।'

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, দেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ৩০টি ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ৯টি। আর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৬৫টি ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ৩৩টি। সরকারি মেডিক্যাল-ডেন্টালে এবার আসন সংখ্যা ছিল তিন হাজার ৬৯৪টি, বেসরকারি মেডিক্যাল-ডেন্টালে আসন সংখ্যা ছিল সাত হাজার ৩৫৫টি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর সারা দেশে ৪৪টি কেন্দ্রে প্রথমে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অংশ নেয় ৮২ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ৪৮ হাজার ৪৪৮ জন। গড় পাসের হার ছিল ৫৮.৪ শতাংশ। সরকারি নির্দেশনা অনুসারে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে সরকারি মেডিক্যাল-ডেন্টালের তিন হাজার ৬৯৪টি আসনে ভর্তি সম্পন্ন হয়। আর ৩১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তির ক্ষেত্রে। ওই সময়ের মধ্যে ওই কলেজগুলোকে ভর্তি শেষ করতে হবে।

মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত একজন চিকিৎসক নেতা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, এবার এত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর পাস করা নিয়ে ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই নানা প্রশ্ন ওঠে। এমনকি ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তুলে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা আন্দোলন চলে। পুনর্ভর্তি পরীক্ষার দাবি ওঠে। আন্দোলনকারীরা এবার ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নমালা সহজ করে তৈরি ও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের হাত থাকতে পারে বলেও অভিযোগ তুলেছিল। পাস নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ২০ করার আন্দোলন থেকে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের মালিকদের থেকে সরে আসার বিষয়টিকেও অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন।